JAN 16 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

একশ' দিনের কর্মসূচী পর্যালোচনায় উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে অভিমত

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত কর্মসূচী লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে

চীফ রিপোর্টার ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঘোষিত একশ' দিনের কর্মসূচী লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডঃ কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী। গতকাল অনুষ্ঠিত এক পর্যালোচনা বৈঠকে উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করে বলা হয়, ঘোষিত কর্মসূচী বহুলাংশে বাস্তবায়িত হয়েছে। শুধু তাই নয়, কর্মসূচীর বাইরেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে একশ' দিনে। আগামী ২৬ জানুয়ারী একশ' দিন অতিক্রান্ত হওয়ার দশ দিন আগে মুখ্য সচিব ডঃ কামাল সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের একশ' দিনের বাস্তবায়নযোগ্য কর্মসূচীর অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় কর্মসূচী বাস্তবায়নে অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত কর্মসূচীর বাইরেও অনেক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে বলে সভাকে জানানো হয়।

সভাকে জানানো হয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গৃহীত ১২টি কর্মসূচীর মধ্যে ইতোমধ্যে ১০টি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতায় সংঘটিত অপরাধ একই থানার আওতায় আনার লক্ষ্যে বন্দর থানার সীমানা পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে। সন্ত্রাসবিরোধী ন্যাশনাল কমান্ডেশন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই রাজনৈতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া আইন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত ৫টি কর্মসূচীর মধ্যে ৩টি বাস্তবায়িত হয়েছে। জননিরাপত্তা আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং বিশেষ ক্ষমতা

৪-এর পৃঃ ৪-এর কঃ

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত কর্মসূচী লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আইন বাতিলের প্রক্রিয়াও চূড়ান্ত। এসিড ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ এবং এসিড নিক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে বিচারকার্য তিন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য পৃথক আইন প্রণয়নের কাজ চলছে।

সভায় জানানো হয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় গৃহীত কর্মসূচীও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অফিস সময়সূচী পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবাসী কল্যাণ বিষয়ে দু'টি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়েছে। নতুন বিভাগ ও পরিসংখ্যান বিভাগ বিলুপ্তির পথে। মেধাভিত্তিক পদোন্নতি প্রদানের নীতিমালা তৈরীর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রশাসনের পূর্বে সকল অন্যায় আদেশ বাতিল প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

বৈঠকে বলা হয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় থেকে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম দূর করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দু'টি আইন সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিগত ১০০ দিনে চট্টগ্রাম বন্দরে কোন ধর্মঘট ও কর্মবিরতি হয়নি। চট্টগ্রাম বন্দরে কোন প্রকার জাহাজ ও কন্টেইনার জট হয়নি। সুনির্দিষ্ট এলাকায় একটি ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ ও চালু করা হয়েছে। আরেকটি ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া বন্দর এলাকার নিরাপত্তা ও মাল ওঠানামা সহজ করার জন্যও বিভিন্নমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

কর্মসূচী অনুযায়ী বিমানবন্দরের বিশৃংখলা ও অনিয়ম দূর করার লক্ষ্যে ১০টি গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বিশৃংখলা ও অনিয়ম বহুলাংশে কমে এসেছে। সহায়ক বন্ধ, আনসার নিয়োগ, কার পার্কিং, সিবিএর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ, ব্যাগেজ স্ক্রিনিং সীমিতকরণ, অতিরিক্ত সহিত্যমন কাউন্টার স্থাপন, নিরাপত্তা কর্মীদের প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্রিফিং ইত্যাদি পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে '৯৬ সালের শেয়ার মার্কেট কেলেঙ্কারির প্রকৃত কারণ উদঘাটন, জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু, পুঁজিবাজারের প্রতি দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আস্থা পুনঃস্থাপন, এসইসি'র কার্যক্রম জোরদার, মানি লন্ডারিং আইন প্রণয়ন, বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউস ও কোম্পানী চালু ইত্যাদি বিষয়ে অর্থ

সম্পর্ক বাড়ানোর লক্ষ্যে শিক্ষক দিবস পালনের উদ্যোগ চূড়ান্ত পর্যায়ে। রংপুরে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেরও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও শিক্ষার উন্নয়ন এবং শিক্ষকদের কল্যাণেও বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ প্রাথমিক স্তরের সকল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ২০০২ শিক্ষাবর্ষের নতুন পাঠ্যবই বিতরণ নিশ্চিত করেছে। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর পরিবর্তে অর্থ সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজী বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেছে। শিক্ষকসহ মাঠপর্যায়ে কর্মকর্তাদের বিভিন্নমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত সকল কমিটি পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কর্মসূচীর অধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরী পোশাক রপ্তানীর ক্ষেত্রে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাণিজ্য সুবিধা আদায়ে মন্ত্রী পর্যায়ে সফর ও বৈঠক হয়েছে। লবিং চলছে। ইতোমধ্যে দু'জন কংগ্রেসম্যান ঢাকা সফরে এসেছেন। তারা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেছেন। বিদেশে জনশক্তি রফতানী বৃদ্ধিতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিদেশে প্রতিনিধি দল প্রেরণ ও কার্যকর পদক্ষেপ অব্যাহত রেখেছে। ঢাকায় নার্সদের ইংরেজী ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আর্সেনিক সমস্যা বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বিষয়টি উদ্বোধন করে ফলো-আপের নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া প্রধান জেলাগুলোর কম্পিউটার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১২টি জেলায় ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

বিটিএমসি'র আওতাধীন চালু শিল্পগুলোর লোকসান কমিয়ে আনতে বিভিন্নমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। মিরপুরে বেনারশি পল্লী প্রকল্প এবং রাজশাহী রেশম কারখানা ও ঠাকুরগাঁও রেশম কারখানা দুটোতে লোকসান কমিয়ে লাভজনক করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে।

বৈঠকে জানানো হয়, বর্তমানে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি ভাল। গ্রীষ্মকালে যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহে কোন বিঘ্ন না ঘটে সে বিষয়ে